ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ(ইক্যুইটিবিডি)
Equity & Justice Working Group (**equitybd**)

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, তারিখঃ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন স্থানীয় সরকার কমিশন

জাতীয় নীতি নির্ধারকদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে যেন জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ না হয়

আজ ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলে "স্থানীয় সরকারের ভূমিকা : উন্নয়ন ও গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরনে স্থানীয় সরকার ও সংসদ সদস্য" শিরোনামে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে মুল প্রবন্ধ পাঠ করেন ইকুইটিবিডি'র সেক্রেটারী জেনারেল মোঃ শামসুদ্দোহা এবং সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন একই সংগঠনের সদস্য এ এইচএম বজলুর রহমান। আলোচকেরা বলেন যে, বিগত কেয়ারটেকার সরকারের আমলে প্রনীত ১২২টি অর্ডিন্যান্সের মধ্যে ৫৪টি অর্ডিন্যান্স অনুমোদনের জন্য জাতীয় সংসদে উত্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা বিষয়ক অর্ডিন্যান্সটি সংসদে উত্থাপনের জন্য বিবেচিত হয়নি। স্থানীয় সরকার কমিশন বহাল না রাখা হবে জনমতের প্রতি চরম অবহেলা ও রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ ও বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নামান্তর।

সেমিনারে মুল প্রবন্ধ উপস্থপনায় বলা হয় যে, ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের মুল সংবিধানের ১১, ৫৯, ৯০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকারের রুপরেখাসহ প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগনের কার্যকর অংশগ্রহনের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার এবং ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কতৃক গঠিত স্থানীয় সরকার পর্যালোচনা বিষয়ক কমিশনও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রস্তাবনা করেছিলেন। এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমুহ পর্যবেক্ষণ তদারকী ও নিয়ন্ত্রনের জন্য নির্বাচন কমিশনের মত সরকারের নির্বাহী শাখা বর্হিভুত একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছিলেন। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার "দিন বদলের সনদ" এর ৬ষ্ঠ ধারায় শক্তিশালী ও বেকেন্দ্রীত স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা বিষয়ক বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়নের কোন প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

সেমিনারে উপস্থিত বিশিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ড. আবু আহমেদ বলেন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করণে রাজনৈতিক সরকারের হস্থক্ষেপ অবশ্যই কমাতে হবে এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা স্বাধীন এবং গতিশীল না হলে সুষম উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হবে। সুতরাং এ সরকারের উচিত হবে স্থানীয় সরকার কমিশন বহাল এবং এর কার্যকারীতা নিশ্চিত করা। ড. সালাউদ্দিন আমিনুজ্জামান বলেন স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠার দাবী দীর্ঘ দিনের। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যতিত উন্নয়ন সুষম এবং স্থায়িত্বশীল হয়েছে এমন নজির পৃথিবীর কোন দেশেই নেই। আমাদের সংবিধানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করণের স্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকলেও রাজনীতিবিদরা বিষয়টি জনমানুষের স্বার্থের দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করেননি। বাগেরহাট, মোড়লগঞ্জ উপজেলা থেকে নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান এড. প্রবীর হালদার বলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যদের কাজের পরিধি সুনির্দ্দিষ্ট না হলে এবং স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপ বাড়লে রাজনৈতিক সংঘর্ষের সুত্রপাত ঘটতে পারে।

সেমিনারে উপস্থিত বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রিজভী আহমেদ বলেন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বহাল রেখে এর বিভিন্ন ধাপ সমুহ বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এমন কি জেলা পরিষদকেও কার্যকর করা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি সংসদ সদস্যদেরকে কর্মকান্ড বাস্তবায়ন থেকে দুরে রাখতে হবে। স্থানীয় সরকার কাঠামোতে আমলাদের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে তিনি বলেন সরকারের উচিত হবে জনপ্রতিনিধিদের যথাযথ পদপর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখা। সংসদের বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জনাব জয়নাল আবদীন ফারুক এমপি বলেন যদিওবা সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান খুবই নাজুক তবুও তারা চেষ্টা করবেন স্থানীয় সরকার কমিশনকে বিল আকারে সংসদে উপস্থাপনের জন্য।

সেমিনারে ১৬টি সংগঠনের প্রতিনিধি এবং সিভিল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠন সমুহ হচ্ছে কোস্ট ট্রাস্ট, রুপান্তর, ইক্যুইটিবিডি, বিএনএনআরসি, প্রদীপ, বরসা, এসডিও, গ্রাম বিকাশ সংস্থা, এ্যাকশান ইন বাংলাদেশ, সাহেব নগর সমাজ কল্যান সংস্থা, ভিডিসি, শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ, শাপলাফুল, সোস্যাল ডেভেলাপমেন্ট অরগানাইজেশন, রিও এবং প্রত্যাশী।

বার্তা প্রেরক

আতিকুল ইসলাম চৌধুরী
মোবাইলঃ ০১৭১৩৩২৮৮৪১

বাড়ি ৯/4, সড়ক ২. শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্র : ৯১২৯৩৯৫,
ইমেইল : info@equitybd.org, ওয়েব সাইট : www.equitybd.org